দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 13 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫ ...

বৈষম্য দূর করা না গেলে শিক্ষার মান বাড়বে না

❑ শিক্ষক সমিতির সম্মেলনে বক্তব্য

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সপ্তম জাতীয় সম্মেলনে বক্তারা বলেছেন, সরকারি শিক্ষকদের সাথে বেসরকারি শিক্ষকদের বৈষম্য দূর করা না গেলে দেশে কোনদিন শিক্ষার মান বাড়বে না।

বক্তারা বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিএনপি সরকারের সর্বোচ্চ বরাদ্দের বিষয়টি শুভংকরের ফাঁকি ছাড়া আর কিছুই নয়। সরকার শিক্ষার সর্বোচ্চ বরাদ্দের কথা বলে, অথচ শিক্ষক সমাজের জীবন ও জীবিকার জন্য রাজপথে আন্দোলন করতে হচ্ছে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে। বক্তারা শিক্ষক সমাজের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানান।

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার কে, এম জুবিলী স্কুল ও কলেজ প্রাঙ্গণে শিক্ষক সমিতির দু'দিনব্যাপী এই ৭ম জাতীয় সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনের উদ্বোধনি করেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ হানিফ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিজ্ঞানী ডঃ আবদুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দীন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন জাতীয় সংসদের সাবেক সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ আবুল হোসেন, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অরুণ চৌধুরী এবং নিখিল ভারতের এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কো-অর্ডিনেটর গুরনাম সিং।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ উদ্বোধনী সভায় ডঃ আবদুল্লাহ্ আল-মুতী শরফুদ্দীন বলেন, শিক্ষকসমাজ আজ পদে পদে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের এই বাধা শিক্ষা উন্নয়নকে ব্যাহত করছে।

তিনি বলেন, শিক্ষকদের বৈষম্য দূর করা না গেলে সমাজের বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়।

মেয়র মোহাম্মদ হানিফ দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য বিএনপি সরকারকে দায়ি করে বলেন, সরকার শিক্ষকসমাজকে নিয়েও রাজনীতি করছে। শিক্ষকদের নিয়ে এই খেলার পরিণতি কখনোই শুভ হবে না বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

সৈয়দ আবুল হোসেন বেসরকারি শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, একই মেধা, একই কারিকুলামে থাকার পরও বেসরকারি শিক্ষকরা সরকারি শিক্ষকদের চেয়ে অনেক কম সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন।

তিনি বলেন, শিক্ষার উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে।

সরকার শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি না করে শুধু লোক দেখানো কর্মকান্ড চালাচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সভাপতির ভাষণে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন, শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে না নিলে শিক্ষকসমাজ রাজপথে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলবে। সম্মেলনে সারাদেশের প্রায় ৫ হাজার শিক্ষক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছেন।